চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

ঐতিহ্যবাহী চুয়াডাঙ্গা জেলার সবথেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে বুধবার সকাল সাড়ে দশটার সময় শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ প্রঙ্গন। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে মোট ১৬টি বিভাগ রয়েছে। সকাল হতে নতুন রুপে সাজতে শুরু চুয়াডাঙ্গা কলেজের প্রতিটি বিভাগ।

নবীনরা উৎফুল্ল চিত্তে প্রথম ক্লাসের উদ্দেশ্যে আসে। সবার মাঝে নব ক্যাম্পাসের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা ছিল দেখার মতো। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সামনে আসতেই বিশাল সুদর্শন গেইট দেখে কয়েকবার চোখ না বুলিয়ে ও ছবি তুলতে ব্যস্ত সবাই। প্রতিটি শিক্ষার্থী পরিপাটিরূপে ও কলেজে নির্ধারণ ইউনিফর্ম তো ছিল।

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির নবীন শিক্ষার্থী মোছাঃ সাদিয়া খাতুন বলেন, একাদশ শ্রেণির ওয়ারেন্টেশন ক্লাসে এসে আমার খুবই ভাল লাগছে। যা সারাজীবন মনে থাকার মতো। তাছাড়া শিক্ষকদের আন্তরিকতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

নবীন ছাত্রদের উদ্দেশ্য চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ বলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের সবথেকে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সুনাম যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আমি আশা করি তোমরাও চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের এ সুনাম ধরে রাখবে।

তাছাড়া ওরিয়েন্টেশনে আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর রেজাউল করিম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম, বাংলা বিভাগীয় প্রধান ড. আব্দুল আজিজ, সহযোগী অধ্যাপক জাহিদুল হাসান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান মতিয়ার রহমান, অর্থনীতি বিভাগীয় প্রধান আব্দুল ওয়াদুদ, হিসাববিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান আবুল কালাম, সহযোগী

অধ্যাপক আবু বক্কর, দেলোয়ার রহমান,মারুফা ইয়াছমিন, আজিম হোসেন সহ শিক্ষক পরিষদের শিক্ষক বৃন্দ।

দামুড়হুদা দলিল লেখক মিয়াজানের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল

দামুড়হুদা সাব রেজিস্ট্রী অফিসের দলিল লেখক মিয়াজান আলীর রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে দামুড়হুদা সাব রেজিস্ট্রী অফিস চত্তরে দলিল লেখক সংগঠনের পক্ষ থেকে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা দলিল লেখক সমিতির সভাপতি সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন দলিল লেখক সমিতির সহসভাপতি হারুন অন রশিদ, বরকত আলী, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম, যুগ্ম সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম মনির, নুর আলম লাভলু, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম তোতা, অর্থ সম্পাদক শমশের আলী, দফতর সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, প্রচার সম্পাদক তাহাজুল হক, নির্বাহী সদস্য ইউসুফ আলী খান ইছা মেম্বার, উসমান আলী, আবু সাইদ, বুলু মেম্বার, বখতিয়ার হোসেন বকুল, জুলফিকার আলম, মুনছুর আলী, আলম ও সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জমির উদ্দিন, নিহত দলিল লেখক মিয়া জানের ছেলে আরিফুল ইসলামসহ সকল দলিল লেখকবৃন্দ।

দোয়া পরিচালনা করেন পুরাতন বাস্তুপুর জামে মসজিদের ইমাম মুফতি ইসমাইল হোসেন। উল্লেখ্য, গত সোমবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে আকর্স্মিক ঘুমের মধ্যে স্ট্রোক করে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন।

মুজিবনগরে সবুজায়ন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন

ঐতিহাসিক মুজিবনগর কে সারা বাংলাদেশ এবং বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে শুরু হয়েছে”সবুজ মুজিবনগর পরিচ্ছন্ন মুজিবনগর” কর্মসূচি।

স্বাধীনতার সূতিকাগার বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী বাংলাদেশ প্রথম সরকারের শপথ ভূমি ঐতিহাসিক মুজিবনগর একটি বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।যেখানে সারা বছরই দেশ-বিদেশের অনেক পর্যটক মুক্তিযুদ্ধকে জানতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কে জানতে এই ঐতিহাসিক মুজিবনগরে আসেন। ঐতিহাসিক স্থানটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সবুজ বাতায়নে গড়ে তোলার জন্য মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন গ্রীন মুজিবনগর ক্লিন মুজিবনগর এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে পিকনিক কর্নার সহ সমস্ত মুজিবনগরকে একটি সুন্দর পরিছন্ন মুজিবনগর হিসাবে গড়ে তুলতে সবুজায়ন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন করেন।

মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি মতিউর রহমান মতিন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা,টুরিষ্ট পুলিশ ওসি হাবিবুর রহমান, বাগোয়ান ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড সদস্য বাবুল মল্লিক,মুজিবনগর অনন্যা পার্কের পরিচালক হাসানুজ্জামান লাল্টু।

এ সময় মুজিবনগরে আসা সকল পর্যটকদের ব্যাবহারকৃত আবর্জনা ডাস্টবিনে ফেলে স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য উপজেলা প্রশাসনের অর্থায়নে ডাস্টবিন হিসাবে ২০ টি প্লাস্টিকের ড্রাম স্থাপন করা হয়। যাতে পরিচ্ছন্নতা কর্মীর প্রতিদিনের আবর্জনা একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে তা ধ্বংস করতে পারে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে পিঠা উৎসব

শুধু খাবার হিসেবেই নয় বরং লোকজ ঐতিহ্য এবং নারীসমাজের শিল্প নৈপুণ্যের স্মারক রূপেও পিঠা বিবেচিত হয়। বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে পিঠা। প্রতি শীতেই গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে শুরু হয় পিঠা পুলির উৎসব। গ্রামীণ ঐতিহ্য ও নতুন প্রজন্মের কাছে হরেক রকমের পিঠার পরিচয় তুলে ধরতে মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে অনুষ্ঠিত হলো পিঠা উৎসব।

আজ বুধবার দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ উৎসবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা ২৩টি স্টল সাজিয়েছিলেন গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী শত রকমের বাহারী ও মুখরোচক পিঠা। ভোজন রসিকরাও এসে পিঠা খেয়ে নানা প্রশংসা করছেন। আর আয়োজকরা বলছেন প্রতি বছরই এমন আয়োজন থাকবে নতুন প্রজন্মের কাছে পিঠা পুলির পরিচিতির জন্য।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজ চত্ত্বরে শুরু হওয়া এ পিঠা উৎসবে ছিল বেশ ভিন্নতা। গ্রামীণ লোকজ ঐতিহ্য নাম ছিল স্টল গুলোর। শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে তৈরী করা এসব পিঠা সাজিয়েছেন তাদের স্টলে। শোভা পাচ্ছে- পিয়াসা, পাটি সাপটা, আন্দসা, চিতই, ভাপা, পুলি, সরু, মালাই রোল, চিটা রুটিসহ ১১১ ধরণের পিঠা সাজানো রয়েছে ২৩টি স্টলে। ভোজন রসিকরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর স্বাদ নিচ্ছেন। সেই সাথে অনেকে এসেছেন তাদের সন্তানদেরকে পিঠা পুলির স্বাদের পাশাপাশি পিঠার সাথে পরিচয় ঘটাতে।

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী রোকাইয়া খাতুন ও সুমাইয়া খাতুন জানান, পিঠা উৎসব পিঠা পুলির সাথে মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়ার মাধ্যম। এ আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মরা যেমন হরেক রকম পিঠার সাথে পরিচিত হতে পারছে তেমনি স্বাদ নিতেও ভুলছেন না। এমনি আয়োজন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করা উচিৎ। একই কথা জানিয়েছেন দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী সিনথীয়া ও শাহানাজ ইসলাম।

পিঠা উৎসব উপভোগ করতে আসা স্কুল শিক্ষিকা জাকিয়া সুলতানা জানান, বিদেশী অনেক খাবার আমাদের দেশে জায়গা করে নিয়েছে। যার ফলে মায়েদের হাতের অনেক পিঠা বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে। প্রতিবছর পিঠা উসবের আয়োজন করা হলে নতুন প্রজন্ম দেশি পিঠায় পরিচিত হতে পারবে।

কলেজ শিক্ষিকা নিলুফার চৌধুরী জানান, গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে শীতকালে নানা ধরণের পিঠাপুলি তৈরী হয় প্রতিটি বাড়িতে। বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যে পিঠা-পুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বহুকাল ধরে। পিঠা উৎসবের আয়োজন এটি লোকজ ও নান্দনিক সংস্কৃতিরই বহিঃপ্রকাশ।

পিঠা উৎসবে আসা অতিথি গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ অব্দুর রাজ্জাক জানান, অনেক পিঠার সাথেই আমাদের পরিচয় হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক পিঠার নাম জানা থাকলেও স্বাদ মনে নেই। আজকের এই পিঠা উৎসবে অনেক পিঠা খেয়ে ছোট বেলার অনেক স্মৃতিই মন করিয়ে দেয়। এভাবে শীতভর পিঠা উৎসব হোক গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারি অধ্যাপক বাংলা বিভাগ রমজান আলী জানান, ছোট বেলায় মায়েরদের হাতের পিঠা পুলির স্বাদে সময় কাটতো। শীতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পিঠাপুলি তৈরী করা হতো। জামাই আদর ও আত্নীয়তাও করা হতো মুখরোচক ও বাহারী পিঠা দিয়ে। এমন পিঠা উৎসব প্রতিবছরই করা হবে।

কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ খোরশেদ আলম জানান, শীতের শেষের দিকে হলেও আমরা গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহি পিঠা নিয়ে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এ উৎসবে বিলুপ্তি হওয়া সহ নতুন নতুন পিঠা নিয়ে স্টল সাজানো হয়েছে। নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ পিঠা খেতে এসেছেন। আমাদের এই উৎসবে যারা এসেছেন তাদের দাবীর পেক্ষিতে প্রতিবছরই এমন বর্ণাঢ্য আয়োজন হবে। এছাড়াও উৎসবে পিঠা নিয়ে অংশ গ্রহনকারিদের মাঝে পুরুস্কার বিতরণ করা হবে।

সাবেক এমপি মকবুলের ভাগ্নে সবুজের বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি মকবুল হোসেনের ভাগ্নে সবুজের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ মামলা করেছে মেহেরপুর প্রতিদিন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ও প্রকাশক এম এ এস

ইমন বাদী হয়ে মেহেরপুরের সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে এ মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নম্বর, মানি স্যুট-০১/২০২৩। গত ৩০ জানুয়ারি সেমাবার শুনানি শেষে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মো: বেলাল হোসেন আসামী সবুজ হোসেনের বিরুদ্ধে সমন জারি করেন। আগামী ০৬ এপ্রিল মামলার পরবর্তি দিন ধার্য করা হয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের আইনজীবী নজরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। মামলার এজাহারে জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার ০৮ নং ওয়ার্ড বাগানপাড়ার বাসিন্দা সবুজ হোসেন সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেনের ভাগ্নে। তিনি বাদীগণের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের ১৩ মে গাংনী থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার এজাহারে তিনি মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি মোঃ মকবুল হোসেনের ভাগ্নে বলে পরিচয় দেন। তিনি এজাহারে দাবি করেন বাদীগণ তাহাদের মেহেরপুর প্রতিদিন প্রিন্ট ও একই নামে প্রচারিত অনলাইন পত্রিকা www.meherpurpratidin.com এ ২০২০ সালের ১ মে তারিখে “গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড, ২৬ বছর দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি” মর্মে একটি মিথ্যা, ভিত্তিহীণ ও মানহানিকর সংবাদ প্রচার ও প্রকাশ করেন। এবং যাহার ফলে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার উপক্রম হয়েছে মর্মে অভিযোগ করেন।

উল্লেখিত এজাহারের প্রেক্ষিতে গাংনী থানার তৎকালীন অফিসার ইনচার্জ গাংনী থানার মামলা নং ১২, তারিখ- ১৩/০৫/২০১০ ইং ধারা- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৫(২), ২৯ (১), ৩১ (২) ও ৩৫(২) মতে নিয়মিত মামলা রুজু করেন। যাহা বিজ্ঞ আমলী আদালতে জি.আর-১৮/২০২০ (গাংনী) মূলে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে মামলাটি বিভাগীয় স্পেশাল সাইবার ট্রাইব্যুনাল, খুলনা’তে সাইবার ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ১৮০/২০২১ (খুলনা) মূলে নিবন্ধিত হইয়া বিচারাধীন থাকাবস্থায় মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক, প্রকাশকসহ ওই মামলার আসামীরা বিজ্ঞ আদালতে বিগত ইং ২৩/০২/২০২২ তারিখে ফৌজদারী কার্যবিধি ২৬৫ (প) ধারামতে বস্তুনিষ্ঠ ও যৌক্তিকভাবে অব্যাহতি (Discharge) এর আবেদন করেন। বিভাগীয় স্পেশাল সাইবার ট্রাইব্যুনাল খুলনার বিজ্ঞ বিচারক তার প্রেক্ষিতে বিগত ২০২২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে মামলার আসামীগণ (বর্তমান বাদীগণ) কে মামলার দায় হইতে অব্যহতি প্রদান করেন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের মামলার এজাহারে আরো জানা গেছে, প্রকৃতপক্ষে, আসামী সবুজ হোসেনের মামা সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, জিনারুল হক এর বাড়ীর ভাড়াটিয়া। দীর্ঘ ২৬ বছর যাবৎ মোঃ মকবুল

হোসেন নামমাত্র ভাড়ায় থাকাবস্থায় বাড়িওয়ালা বাড়ি সংস্কারের নিমিত্ত্বে জনাব মোঃ মকবুল হোসেন সাহেকে বাড়ি ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেও তিনি তাহার ক্ষমতার প্রভাবে উক্ত বাড়ির দখল ছাড়িতে অস্বীকার করেন। বাড়িওয়ালা জনাব মোঃ জিনারুল হক বর্তমান বিবাদীর মামাকে অনুরোধ উপরোধ করিয়াও ব্যর্থ হইয়া বিভিন্ন স্থানে ও দপ্তরে ধর্না দিয়াও ফলাফল না পাইয়া ১নং বাদীর দপ্তরে আসিয়া বহুল প্রচলিত ও সনামধন্য “দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন” পত্রিকায় খবর প্রকাশের অনুরোধ করিলে এই ১ নং বাদী তাহার প্রতিনিধির মাধ্যমে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে বিভিন্ন অডিও ও ভিডিও রেকর্ডীং সহ ঘটনার সত্যতা পরিলক্ষিত করিয়া সমাজের দর্পন হিসাবে উল্লেখিত সংবাদ প্রকাশ করেন।

সাবেক এমপি মোঃ মকবুল হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনে নিউজ হওয়ারে দেড়মাস পরে ভাড়া বাড়িটি ছাড়িয়া দেন। উক্ত নিউজের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার কারণেই তিনি বাড়ি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়েন। কিন্তু বিবাদী সম্পূর্ণ মিথ্যা উক্তি মূলে তাহার রাজনৈতিক প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করিবার মানসে এই বাদীগণের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়া আর্থিক ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং বাদীগণের মর্যাদার হানী ঘটাইয়াছে। যাহার ক্ষতির পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা হবে।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ১১ মে মেহেরপুর প্রতিদিনে “গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড, ২৬ বছর দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয় একযোগে প্রিন্ট ও অনলাইন ভার্সনে। যে সংবাদটি অনলাইন থেকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি পাঠক পড়েছেন।

প্রবীণ সাংবাদিক আজাদ মালিতার জন্মদিন আজ

আজ ১ ফেব্রুয়ারী বুধবার ২০২৩ইং। চুয়াডাঙ্গার প্রবীণ ও প্রথিতযশা সাংবাদিক ‘আজাদ মালিতা’র ৭৪-তম জন্মদিন। ৭৩ বছর আগে ১৯৫০ সালের এই দিনে চুয়াডাঙ্গা শহরের রেলপাড়ার আব্দুল রহিম মল্লিক-এর (দাদীর নানা) বাড়ী জন্মগ্রহণ করেন।

দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল সম্পাদক-প্রকাশক আজাদ মালিতা প্রকৃতার্থে দামুড়হুদা উপজেলার গোপলপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত মালিতা পরিবারের জেহের আলী মালিতা-হাজেরা খাতুনের দৌহিত্র ও হাবিবুল জান্নাত মালিতা (মঙ্গল মিঞা)-জাহানারা খাতুনের দ্বিতীয় পুত্র।

আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতা আজাদ মালিতার শারীরিক সুস্থ্যতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় পাঠক, গুণগ্রাহী, শুভাকাঙ্খী, আত্মীয়-স্বজন ও চুয়াডাঙ্গাবাসীসহ দেশ-বিদেশের সকলের নিকট দো’আ প্রার্থনা করেছেন পুত্র রুবাইত-বিন-আজাদ (সুস্থির) ও কন্যা আফসানা আইরিন।

আলমডাঙ্গায় ২ মাসেও সন্ধান মেলেনি নিখোঁজ মাদ্রাসা ছাত্রীর

আলমডাঙ্গার নতিডাঙ্গায় বিথী খাতুন (১৪) নামে এক মাদরাসা ছাত্রী নিখোঁজের পর ২ মাস হলেও এখনো সন্ধান মেলেনি। নিখোঁজ বিথী খাতুন উপজেলার নতিডাঙ্গা মাদ্রাসার ৭ম শ্রেণির ছাত্রী এবং আবাসন এলাকার বাদাম বিক্রেতা সামসুল ওরফে কালুর মেয়ে।

গত ১৯ শে ডিসেম্বর মাঠে ঘাস কাটতে যাওয়ার উদ্দেশে বের হয়ে সে আর ঘরে ফেরেনি। নিখোঁজের তিনদিন পর পরিবারের পক্ষ থেকে আলমডাঙ্গা থানায় ডায়েরি করা হয়।

পরিবার ও থানা সূত্র জানায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গায় আবাসনে দিনমজুর কালুর পরিবার। সংসারের অভাব অনটনের মধ্যেও বাদাম বিক্রি করে তার মেয়ে বিথী খাতুনকে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করায়।

গত ১৯শে ডিসেম্বর দিনমজুর কালুর মেয়ে বিথী খাতুন বাড়ির ছাগলের জন্য দুপুর ১২ টায় মাঠে ঘাস আনতে যায়। দুপুরে গিয়ে বিকেল হলেও সে বাড়িতে ফিরে আসেনি। পরিবারের লোকজন এলাকাবাসী বিথীকে খুঁজতে বের হয়।

দুই দিন যাবৎ মাঠের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামবাসীদের সহযোগীতায় খোঁজ তল্লাশি চালায়। কয়েক গ্রামে বিথীর সন্ধানে মাইকিং করে। তারপরও কোন সন্ধান মেলেনি বিথীর। নিখোঁজের তিনদিন পর পরিবারের পক্ষ থেকে আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডাইরী করা হয়। গত ২ মাস পার হলেও বিথীর কোন সন্ধান না পেয়ে হতাশায় ভুগছে পরিবার। সন্ধানে স্বজনরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা কামনা করেছেন।

নিখোঁজ বিথীর পিতা সামসুল ইসলাম কালু জানান, প্রতিদিনের মতো গত ১৯ শে ডিসেম্বর দুপুরে বিথী মাঠে ছাগলের জন্য ঘাস আনতে যায়। দুপুর পেরিয়ে বিকেল হলেও তার কোন সন্ধান না পেয়ে মাঠে খোঁজ তল্লাশি করা হয়। খুঁজে না পেয়ে আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডাইরী করা হয়েছে। গত ২ মাস অতিবাহিত হলেও মেয়েটি জীবিত আছে কিনা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর খোজঁ করতে অনুরোধ জানান।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, নিখোঁজ ডায়েরির পর থেকে পুলিশ বিথীকে উদ্ধারে তৎপর রয়েছে।

মহেশপুর বিজিবির অভিযান অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমকালে আটক ১৩

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এরঅধিনস্থ মাটিলা বিওপির টহল দল কর্তৃক মহেশপুর থানার বাশাবাড়ীয়া গ্রামের মাঠের মধ্যে (সীমান্ত পিলার- ৫৪/২-এস হতে আনুমানিক ৮০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে) ০৯ জন (পুরুষ-০৫, নারী- ০৩ এবং শিশু-০১) বাংলাদেশী নাগরিক অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমকালে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন,খুলনা জেলার রুপসা থানার রাজাপুর গ্রামের মোঃ সাকিব (২৩), পিতা- মোঃ শহিদুল, মোঃ আল আমিন হাওলাদার (৩৪), পিতা- শহিদুল,মোঃ আমিন হাওলাদার (১৯), পিতা- শহিদুল হাওলাদার,বাগেরহাট জেলার,মোড়লগঞ্জ থানার হামিদা বেগম (৫১),

স্বামী- মৃত লুৎফর রহমান, মোঃ হাবিবুর রহমান মৃধা (২৯), পিতা- হারুন মৃধা,নড়াইল জেলার,কালিয়া থানার মোসাঃ হাসিনা বেগম (৩৪), পিতা- সাহেদ আলী মোল্লা,খুলনা জেলার রুপসা থানার, হাসান (২৪), পিতা- সোহেল, জোসনা সরদার (৩০), পিতা- জয়নাল সরদার,খুলনা জেলার তেরোঘাটা থানার সানিয়া (০২), পিতা- মোঃ মাসুদকে আটক করে ।

একই সাথে মঙ্গলবার রাতে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধিনস্থ মাটিলা বিওপির টহল দল মহেশপুর থানার মাটিলা গ্রামের মাঠের মধ্যে (সীমান্ত পিলার- ৫২/১৪-আর হতে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে যশোর জেলার,কেশবপুর থানার, জাহিদুল ইসলাম (২৫), পিতা- বাবলু রহমান,সালমা খাতুন (১৯), স্বামী- জাহিদুল ইসলাম, সাতক্ষীরা জেলার,কলারোয়া থানার রুমা খাতুন (২৯), স্বপ্না বেগম ভারত হতে বাংলাদেশ প্রবেশ করার অপরাধে আটক করা হয়।

আটককৃত বাংলাদেশী নাগরিকদেরকে অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপার/চেষ্টার অপরাধে পাসপোর্ট অধ্যাদেশ ১৯৭৩ এর ১১(১)(গ) ধারায় মহেশপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয় এবং আটককৃত আসামীদের সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনার ফুলবাড়ী সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ৬টি ভারতীয় এয়ারগান উদ্ধার

দর্শনার ফুলবাড়ী সীমান্তে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়েছে বিজিবি। এ অভিযানে ৬টি অত্যাধুনিক ভারতীয় এয়ারগান উদ্ধার করেছে। এসময় বিজিবির উপস্থিতি টেরপেয়ে পালিয়েছে চোরাকারবারী।

বিজিবি জানায়, বিশেষ সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পেরে মঙ্গলবার সন্ধা সাড়ে ৬টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন অন্তর্গত ফুলবাড়ী সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারত হতে অবৈধ অস্ত্রের চালান বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটলিয়নের অধিনায়ক শাহ মোঃ ইশতিয়াক, পিএসসি’র সার্বিক দিক নির্দেশনায় ফুলবাড়ী সীমান্ত ফাঁড়ীর রাত্রীকালীন টহল কমান্ডার নায়েব সুবেদার মোঃ ফারুক হোসেন সঙ্গীয় টহলদল নিয়ে সীমান্ত পিলার ৮৬ হতে ৫০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেদেপোতা মাঠ নামক স্থানে এ্যাম্বুশ করে।

এসময় সীমান্ত পিলার ৮৬ এর নিকট দিয়ে ভারত হতে ২ জন ব্যক্তিকে মাথায় কার্টুন নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেখলে বিজিবি’র সশস্ত্র টহলদল চোরাকারবারীদেরকে ধাওয়া করে। ফলে চোরাকারবারীদের মাথায় থাকা কার্টুন ফেলে দৌড়ে ভূট্টা ক্ষেতের মধ্যে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বিজিবি সশস্ত্র টহলদল ফেলে যাওয়া কার্টুন উদ্ধার করে এবং উদ্ধারকৃত ২টি কার্টুনের মধ্যে থেকে ৬টি অত্যাধুনিক ভারতীয় এয়ারগান আটক করতে সক্ষম হয়।

এ বিষয়ে দর্শনা থানায় অবৈধ অস্ত্র আইনে মামলা করে আটককৃত এয়ার গানগুলো জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতের ৩ কর্মী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় নাশকতা মামলায় জামায়াতের ৩ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

আটকৃত ব্যাক্তিরা হলেন উপজেলার খেজুরতলা গ্রামের হেলাল উদ্দিনের ছেলে মাসুদ রানা (২৬), রেজাউল করিমের ছেলে বিপ্লব আলী (২৫) ও ঠান্ডু রহমানের ছেলে আশরাফুল ইসলাম (২৬)।

এ জাহার সূত্রে জানাযায়, গত ১৪ ডিসেম্বর রাতে সরকারি স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা সহ নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা অবস্থান করছিলো। এসময় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানাপুলিশ একজনকে গ্রেফতার করে। এঘটনায় অজ্ঞাত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পুলিশ।